হঠাৎই জাতগণনার ঘোষণা, কিন্তু কবে

নিজস্ব সংবাদদাতা

নয়াদিল্লি, ৩০ এপ্রিল: লোকসভা নির্বাচনের প্রচারে বিরোধীদের জাতগণনার দাবির মুখে নরেন্দ্র মোদী বলেছিলেন, তাঁর কাছে চারটি প্রধান জাত—মহিলা, তরুণ, গরিব ও কৃষক। রাহুল গান্ধী বলেছিলেন, 'ইন্ডিয়া' জোট ক্ষমতায় এলে আর্থ-সামাজিক জাতগণনা করে দলিত, জনজাতি, ওবিসি-দের আর্থিক পরিস্থিতি প্রকাশ্যে আনা হবে।

> মোদী সরকার আমাদের চিন্তাধারা মেনে নিল। আমরা দেখিয়ে দিলাম, বিজেপিকে চাপ দিয়ে কাজ করাতে পারি।
>
> **রাহুল গান্ধী**

পহেলগামে সন্ত্রাসবাদী হামলার পরে মোদী সরকার কবে, কী ভাবে পাকিস্তানকে প্রত্যাঘাত করবে, তা নিয়ে যখন গোটা দেশ উৎসুক, তখন আচমকাই মোদী সরকার আগামী জনগণনার সঙ্গে জাতগণনার সিদ্ধান্ত ঘোষণা করল। যদিও জাতগণনা বিজেপির লোকসভা ভোটের ইস্তাহারে ছিল না। জনগণনার সঙ্গে জাতগণনা হবে ঘোষণা করলেও, জনগণনা কবে হবে, তার কোনও উত্তর মেলেনি। প্রতি দশ বছর অন্তর জনগণনা হওয়ার কথা। ফলে ২০২১ সালে যা হওয়ার কথা ছিল, তা চার বছর পেরিয়ে গেলেও এখনও হয়নি। চলতি বছরে জনগণনা হবে কি না, তা-ও মোদী সরকার নির্দিষ্ট করে জানায়নি। এ বারের বাজেটে জনগণনার জন্য মাত্র ৫৭৪ কোটি টাকা বরাদ্দ হয়েছে যা গত বাজেটে বরাদ্দ ১৩০৯ কোটি টাকার প্রায় অর্ধেক।

দু'বছর আগে ভারত জোড়ো যাত্রা থেকে রাহুল প্রথম জাতগণনার দাবি তুলেছিলেন। লোকসভায় দাঁড়িয়ে একাধিক বার তিনি বলেছিলেন, 'আমরা জাতগণনা করে দেখাব।' আজ রাহুল নিজে সাংবাদিক সম্মেলন করে বলেন, "মোদী সরকার আমাদের চিন্তাধারা মেনে নিল। আমরা দেখিয়ে দিলাম, বিজেপিকে চাপ দিয়ে কাজ করাতে পারি। বিজেপিকে চাপ দিয়ে সংরক্ষণের ৫০ শতাংশের ঊর্ধ্বসীমা তুলে দেওয়া ও বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে আসন সংরক্ষণের কাজও করে দেখাব।"

বিজেপির আশা, চলতি বছরের শেষে বিহারের বিধানসভা নির্বাচনে রাহুল-তেজস্বীদের জাতগণনার অস্ত্র ভোঁতা করে দেওয়া যেতে পারে। নীতীশ কুমার যখন বিজেপি বিরোধী জোটে ছিলেন, সেই সময়ে তিনিই তেজস্বী যাদব, কংগ্রেসের সঙ্গে জাতগণনার দাবি তুলেছিলেন। পরে বিহারে রাজ্য সরকারই জাতগণনা করায়। বিজেপি মনে করছে, জাতগণনা না হলেও তার গাজর ঝুলিয়ে বিহার ভোটের বৈতরণী পার করা যাবে। তা বুঝেতে পেরেই রাহুলের দাবি, শুধু জাতগণনা ঘোষণা করলে হবে না। কত দিনের মধ্যে তা করা হবে, তা-ও মোদী সরকারকে জানাতে হবে। আরজেডি নেতা তেজস্বী যাদবের বক্তব্য, লালুপ্রসাদের মতো সমাজবাদী নেতারা গত ৩০ বছর ধরে এই দাবি তুলছেন।

বুধবার দুপুরে কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভার বৈঠকের সঙ্গে মন্ত্রিসভার নিরাপত্তা বিষয়ক কমিটি, রাজনৈতিক বিষয়ক কমিটিরও বৈঠক হয়। দেশ জুড়ে প্রত্যাশা তৈরি হয়েছিল, এই বৈঠকের পরে পহেলগামের পাল্টা জবাব নিয়ে কিছু ইঙ্গিত মিলবে। কিন্তু সাংবাদিক সম্মেলনে তথ্য-সম্প্রচার মন্ত্রী অশ্বিনী বৈষ্ণব কৃষি, পরিকাঠামো নিয়ে দু'টি ঘোষণার পরে হঠাৎ পাঞ্জাবির পকেট থেকে কাগজ বার করে তা পড়তে শুরু করেন। তিনি জানান, আগামী জনগণনার সঙ্গে জাতগণনা হবে। কিন্তু এ বিষয়ে সাংবাদিকদের প্রশ্নের উত্তর না দিয়েই বিদায় নেন মন্ত্রী।

সাধারণত জনগণনার সময় তফসিলি জাতি ও জনজাতিদের সংখ্যা গোনা হলেও ওবিসি-দের সংখ্যা গোনা হয় না। স্বাধীনতার আগে ১৯৩১ সালে শেষ জাতগণনা হয়েছিল। সে সময় ওবিসি-দের সংখ্যাও গোনা হয়েছিল। রাহুল গান্ধী, অখিলেশ যাদবরা প্রথমে জনসংখ্যায় ওবিসি-দের ভাগ কত, তা জানার জন্য জাতগণনার দাবি তুলেছিলেন। তফসিলি জাতি, জনজাতির জন্য মোট ২২.৫ শতাংশ আসন সংরক্ষিত। মোট সংরক্ষিত আসন ৫০ শতাংশের বেশি হতে পারে না। তাই মোট সংরক্ষিত আসন ৪৯.৫ শতাংশে বেঁধে রেখে ওবিসি-দের জন্য ২৭ শতাংশ আসন সংরক্ষিত করেছিল মণ্ডল কমিশন। তার সঙ্গে ওবিসি জনসংখ্যার সম্পর্ক ছিল না। বাস্তবে ওবিসি-দের জনসংখ্যায় ভাগ ৫০ শতাংশের বেশি বলে অনুমান। কংগ্রেসের অঙ্ক ছিল, ওবিসি-দের জনসংখ্যায় ভাগ কত তা প্রকাশ্যে এলে তাঁরা সেই অনুযায়ী সংরক্ষণের দাবি তুলবেন। সেই দাবি না মানলে মোদীর ওবিসি ভোটব্যাঙ্কে ভাঙন ধরবে। আবার ওবিসি-দের দাবি মানতে গেলে উচ্চবর্ণ বিজেপির উপরে ক্ষুব্ধ হবে।

আজ মোদী সরকার জাতগণনার কথা বললেও সেই অনুযায়ী আসন সংরক্ষণের বিষয়ে টুঁ শব্দ করেনি। রাহুল দাবি তুলেছেন, জাতগণনা করে জনসংখ্যায় দলিত, আদিবাসী, ওবিসি-র কার কত ভাগ, তা নির্ধারণ করা প্রথম ধাপ। তার পরে সরকারি চাকরি, শিক্ষা ব্যবস্থায় দলিত, আদিবাসী, ওবিসি-দের কার কতখানি প্রতিনিধিত্ব, তার সমীক্ষা করে পদক্ষেপ করতে হবে। দলিত, জনজাতি, ওবিসিদের জনসংখ্যায় ভাগ অনুযায়ী সংরক্ষণ দিতে ৫০ শতাংশের কৃত্রিম ঊর্ধ্বসীমা ভেঙে দিতে হবে।

সমাজবাদী পার্টির নেতা অখিলেশ যাদবের বক্তব্য, জনসংখ্যায় ৯০ শতাংশ অনগ্রসর, দলিত ও আদিবাসী। সরকারের জাতগণনার দাবি মেনে নেওয়া সেই ৯০ শতাংশের জয়, ইন্ডিয়া জোটের জয়। রাহুল বলেন, "তেলঙ্গানায় সফল ভাবে জাতগণনা হয়েছে। তাতে স্পষ্ট, কর্পোরেট সংস্থার সিইও, ম্যানেজমেন্টে দলিত, আদিবাসী, ওবিসি নেই। আধুনিক নামস্ত করা গিগ কর্মীদের সবাই দলিত, আদিবাসী, ওবিসি। আমরা কেন্দ্রীয় সরকারকে জাতগণনার রূপরেখা তৈরির বিষয়ে সাহায্য করতে রাজি।"

কেন্দ্রীয় মন্ত্রী অশ্বিনী বৈষ্ণব, শিবরাজ সিংহ চৌহানরা পাল্টা অভিযোগ তুলেছেন, কংগ্রেস দীর্ঘ দিন ক্ষমতায় থাকলেও জাতগণনা করায়নি। মনমোহন সিংহ প্রধানমন্ত্রী হিসেবে লোকসভায় আশ্বাস দিয়েছিলেন। তার পরে শুধু আর্থ-সামাজিক জাতি সমীক্ষা হয়েছিল। তেলঙ্গানার মতো রাজ্যে জাতি সমীক্ষা হয়েছে। জাতগণনা হয়নি। বিজেপি নেতারা অবশ্য মানছেন, জাতগণনা করা হলেও ওবিসি-দের জনসংখ্যায় ভাগ অনুযায়ী সংরক্ষণ দেওয়া কঠিন হবে। বিজেপি সূত্রের খবর, গত বছর সেপ্টেম্বরে সঙ্ঘ বলেছিল, জনকল্যাণমূলক কাজকর্মের জন্য অনগ্রসরদের দিকে নজর দিতে গেলে গণনার প্রয়োজন হতে পারে। তবে জাতগণনাকে যেন রাজনৈতিক বা নির্বাচনী অস্ত্র করা না হয়।

মঙ্গলবার সরসঙ্ঘচালক মোহন ভাগবত প্রধানমন্ত্রীর বাসভবনে তাঁর সঙ্গে বৈঠক করেছিলেন। আচমকা জাতগণনার সিদ্ধান্ত ঘোষণার পিছনে ভাগবতের মতামত গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে, মনে করছেন বিজেপি নেতারা।

সৌগতের পেসমেকার

নিজস্ব সংবাদদাতা

পেসমেকার বসানো হল দমদমের সাংসদ সৌগত রায়ের। বুধবার দুপুরে কামারহাটি পুরসভার ন'নম্বর ওয়ার্ডের আড়িয়াদহ এলাকায় মন্দির উদ্বোধনের অনুষ্ঠানে আসেন এই বর্ষীয়ান তৃণমূল সাংসদ। গাড়ি থেকে নেমে তিনি অসুস্থ বোধ করলে নিরাপত্তারক্ষীরা তাঁকে ধরে চেয়ারে বসান। এর পরেই সৌগত অচেতন হয়ে পড়েন। কিছু ক্ষণ পরে জ্ঞান ফিরলেও বেলঘরিয়া রথতলার বেসরকারি নার্সিংহোমে আইসিইউতে ভর্তি করানো হয়। আগেও কয়েক বার তিনি জ্ঞান হারিয়েছেন। চিকিৎসকেরা পরীক্ষা করে দেখেন, সৌগতর হৃদ্‌যন্ত্রে সমস্যা রয়েছে। জরুরি ভিত্তিতে পেসমেকার বসানোর পরামর্শ দেন হৃদ্‌রোগের চিকিৎসকেরা। রাতে সেই অস্ত্রোপচার হয়। আপাতত তাঁর অবস্থা স্থিতিশীল বলে জানা গিয়েছে।

বিধান-স্মরণে [illegible]

নিজস্ব সংবাদদাতা

মন্দির-মসজিদ গড়া নয়, সরকারের কাজ শিল্পায়নে উদ্যোগী হওয়া— এই বার্তা সামনে রেখে পথে নামল কংগ্রেস। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় দিঘায় জগন্নাথধামের দ্বারোদ্ঘাটন [illegible] নেতা-কর্মী [illegible] কংগ্রেস সভাপতি শুভঙ্কর সরকার, প্রদীপ ভট্টাচার্য, সুমন পাল প্রমুখ।

৩১ মার্চ ২০২৫ তারিখে সমাপ্ত ত্রৈমাসিক এবং বছর শেষের নিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফলের সারাংশ

	বিবরণ	এককভাবে						একীকৃত					
		৩১ মার্চ ২০২৫ তারিখে সমাপ্ত ৩ মাস (নিরীক্ষিত) কোটি টাকায়		৩১ মার্চ ২০২৫ তারিখে সমাপ্ত বছর (নিরীক্ষিত) কোটি টাকায়		৩১ মার্চ ২০২৪ তারিখে সমাপ্ত ৩ মাস (নিরীক্ষিত) কোটি টাকায়		৩১ মার্চ ২০২৫ তারিখে সমাপ্ত ৩ মাস (নিরীক্ষিত) কোটি টাকায়		৩১ মার্চ ২০২৫ তারিখে সমাপ্ত বছর (নিরীক্ষিত) কোটি টাকায়		৩১ মার্চ ২০২৪ তারিখে সমাপ্ত ৩ মাস (নিরীক্ষিত) কোটি টাকায়	
১.	মোট আয়	৪,১৭৫.৪৭		১৬,৬৮৪.২৭		৪,০১২.৮২		৪,৩৭৮.৯৫		১৭,৩৫০.৬৫		৪,১৭৭.৯৬	
২.	ব্যতিক্রমী দফা এবং কর পূর্ববর্তী লাভ	৩৪২.৯৯		১,৪৪১.৪৮		৩৮১.৯৪		২৮৯.৫২		১,১৭৫.৯৬		২৮০.৯২	
৩.	কর পূর্ববর্তী লাভ	৩৪২.৯৯		১,৪৪১.৪৮		৩৮১.৯৪		২৮৯.৫২		১,১৭৫.৯৬		২৮০.৯২	
৪.	কর পরবর্তী নিট লাভ মেয়াদের জন্য	২৫৪.৬০		১,০৭৬.৯৩		২৮৩.৭৫		১৮৭.৯১		৮০০.৫০		১৮৫.৭০	
৫.	করারোপণ এবং সংখ্যালঘুদের স্বার্থ হিসাব করার পর নিট লাভ	২৫৪.৬০		১,০৭৬.৯৩		২৮৩.৭৫		১৮৬.৮৭		৭৯৫.০২		১৮৪.৭৪	
৬.	মেয়াদের জন্য মোট সামগ্রিক আয় [ওই সময়ের মধ্যে লাভের সমন্বয় (কর পরবর্তী) এবং অন্যান্য সামগ্রিক আয় (কর পরবর্তী)]	৭৫৮.৯৯		১,৪৭৫.১০		১৮১.৫৯		৬৯২.৫৩		১,২০২.৬২		৮৪.৩৭	
৭.	প্রদত্ত ইক্যুইটি শেয়ার মূলধন (লিখিত মূল্য ১ টাকা প্রতি শেয়ার)	৮৫.০০		৮৫.০০		৮৫.০০		৮৫.০০		৮৫.০০		৮৫.০০	
৮.	অন্যান্য ইক্যুইটি	১৪,৩৫৭.৩৪	*	১৪,৩৫৭.৩৪	*	১৩,০৫২.২৪	**	১৩,৮২৮.৪৮	*	১৩,৮২৮.৪৮	*	১২,৮০১.৩৪	**
৯.	শেয়ার প্রতি আয় (প্রাথমিক এবং মিশ্রিত)	৩.০০ টাকা	#	১২.৬৭ টাকা		৩.৩৪ টাকা	#	২.২০ টাকা	#	৯.৩৫ টাকা		২.১৭ টাকা	#

* ৩১ মার্চ ২০২৫ তারিখ মতো।
** ৩১ মার্চ ২০২৪ তারিখ মতো।
# বার্ষিকীকৃত নয়।

দ্রষ্টব্য:
১. সেবি (লিস্টিং অবলিগেশন অ্যান্ড ডিসক্লোজার রিকোয়ারমেন্টস) রেগুলেশনস, ২০১৫-এর রেগুলেশন ৩৩-এর অধীনে স্টক এক্সচেঞ্জগুলিতে দাখিল করা ত্রৈমাসিক আর্থিক ফলাফলের বিশদ বয়ানের সারাংশ হল উপরোক্ত ফলাফল। ত্রৈমাসিক ও পূর্ণ বছরের আর্থিক ফলাফলের সম্পূর্ণ বয়ান স্টক এক্সচেঞ্জগুলির ওয়েবসাইটে (www.bseindia.com এবং www.nseindia.com) এবং কোম্পানির ওয়েবসাইট www.exideindustries.com-এ পাওয়া যাবে। এই একই জিনিস নীচে দেওয়া কিউআর কোড স্ক্যান করে পাওয়া যাবে।

বোর্ড-এর আদেশানুসারে

মুম্বই
এপ্রিল ৩০, ২০২৫

অভীক কুমার রায়
ম্যানেজিং ডিরেক্টর ও চিফ এক্সিকিউটিভ অফিসার
DIN : 08456036

EXIDE
এক্সাইড ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড
CIN: L31402WB1947PLC014919
এক্সাইড হাউস, ৫৯ই চৌরঙ্গি রোড, কলকাতা – ৭০০ ০২০ | www.exideindustries.com, e-mail : exideindustrieslimited@exide.co.in